কালের কণ্ঠ

তারিখ 09 MAR 2014
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ২

মগজ থাকলেই সমস্যা!

সাড়ে তিন শ শিক্ষককে উচ্চ গ্রেডের টাইম স্কেল বঞ্চিত করা হয়েছে

মোশতাক আহমদ

বর্তমান বিশ্বে মেধাবীদের রাষ্ট্রীয়ভাবে বাড়তি সুযোগ-সুবিধা দিয়ে তাঁদের ভূমিকার মূল্যায়ন করা হয়। কিন্তু বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় মেধাবী শিক্ষকদের বঞ্চিত করা হচ্ছে; প্রকারান্তরে তাঁদের নিরুৎসাহ করা হচ্ছে। একবার নয়, দু-দুবার পিএসসির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে যাঁরা বিভিন্ন কলেজে স্নাতক-স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পাঠদান করে নিজেদের মেধা ▶▶ পৃষ্ঠা ৭ ক. ১

মগজ থাকলেই সমস্যা!

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

ও যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়েছেন, যাঁদের লেখা বই অনার্স-মাস্টার্সে পড়ানো হচ্ছে তাঁদের অনেকটা ইচ্ছে করেই সরকারি সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী শিক্ষকদের উৎসাহিত করতে দুই হাজারেরও বেশি শিক্ষককে পঞ্চম গ্রেড থেকে বাড়িয়ে চতুর্থ গ্রেডের টাইম স্কেল দিয়েছেন। কিন্তু তার পরও বাদ পড়েছেন প্রায় সাড়ে তিন শ মেধাবী শিক্ষক। এ নিয়ে তাঁদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ও হতাশা বিরাজ করছে।

সূত্র জানায়, সারা দেশে ২৫৩টি সরকারি কলেজে (যেখানে অনার্স ও মাস্টার্স পড়ানো হয়) প্রায় ১৬ হাজার শিক্ষক কর্মরত রয়েছেন। তাঁদের সময়মতো পদোন্নতি দিতে না পারায় যাঁরা সহযোগী অধ্যাপক পদে কমপক্ষে আট বছর ধরে কর্মরত আছেন তাঁদের জন্য সরকার একটি বিশেষ স্কেল দিয়েছে। অর্থাৎ এই সহযোগী অধ্যাপকরা অধ্যাপক পদে পদোন্নতি না পেলেও অধ্যাপক পদের বেতন-ভাতা পাবেন।

সহযোগী অধ্যাপক পদে আট বছর বা এর বেশি সময় ধরে কর্মরত সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের ২১৯১ জন কর্মকর্তাকে গত ৫ ফেব্রুয়ারি শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিসিএস পঞ্চম গ্রেড থেকে বাড়িয়ে চতুর্থ গ্রেডে টাইম স্কেল প্রদান করে প্রজ্ঞাপন জারি করে। কিন্তু সহযোগী অধ্যাপকের মোট পদের ১০ শতাংশ কোটায় নিয়োগবিধি অনুযায়ী যাঁরা অধিকতর মেধা ও যোগ্যতা নিয়ে সরকারি কর্মকমিশনের মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছেন, তাঁদের এ তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। ওই প্রজ্ঞাপনে ওই সব মেধাবী শিক্ষককে সুকৌশলে বঞ্চিত করা হয়েছে। অথচ উচ্চতর স্কেলটি সবার আগে প্রাপ্য ছিল তাঁদের। উচ্চ মাধ্যমিক, ডিগ্রি, অনার্স-মাস্টার্স শ্রেণীতে পাঠদান করা হয় এমন সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডগুলো, পাঠ্যপুস্তক বোর্ড এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে তাঁরা কর্মরত রয়েছেন।

সূত্র জানায়, যাঁদের টাইম স্কেল থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে, তাঁরা শিক্ষকতা পেশায় ২০ থেকে ২৫ বছর ধরে চাকরি করছেন। তাঁরা প্রথমে সরাসরি বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারে নিয়োগ পেয়েছেন; পরে সহকারী অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক ও অধ্যাপক পদে ১০ শতাংশ কোটায় পিএসসির মাধ্যমে পদোন্নতির পরীক্ষা দিয়ে উত্তীর্ণ হয়ে শিক্ষকতা পেশায় কাজ করছেন। তাঁদের অনেকের লেখা বই অনার্স ও মাস্টার্সের শিক্ষার্থীদের পাঠ্য বই হিসেবে পড়ানো হচ্ছে। অনেকের সহযোগী অধ্যাপক পদে চাকরির বয়সও আট বছর পার হয়েছে। তার পরও তাঁদের টাইম স্কেলপ্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে।

জানতে চাইলে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজের ফিন্যান্স বিভাগের প্রধান ও সহযোগী অধ্যাপক মো. আবু তাহের কাদের কণ্ঠকে বলেন, আমি ১০ পার্সেন্ট কোটায় নিয়োগ নিয়ে মনে হয় কোনো অপরাধ করে ফেলেছি। না হয় কেন আমাদের টাইম স্কেল থেকে বাদ দেওয়া হলো?' ১৯৮৮ সালে সপ্তম বিসিএস ব্যাচে নিয়োগপ্রাপ্ত (সাধারণ শিক্ষা) এ শিক্ষক বলেন, ২০০৫ সালের জানুয়ারিতে তিনি আবারও ১০ পার্সেন্ট কোটায় পিএসসির মাধ্যমে পরীক্ষা দিয়ে সহযোগী অধ্যাপক পদে যোগদান করেন। ৯ বছর ধরে তিনি পঞ্চম গ্রেডের পে স্কেলে বেতন পাচ্ছেন। তাঁর চতুর্থ গ্রেডের টাইম স্কেল পাওয়ার কথা, কিন্তু পাননি। তাঁর চেয়ে কম যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকরা চতুর্থ গ্রেডে টাইম স্কেল পেয়েছেন। এতে তিনি সামাজিক ও মানসিকভাবে ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। তাঁর জুনিয়াররা এখন তাঁর চেয়ে বেশি বেতন তুলছেন। এটা তাঁর জন্য চরম অবমাননাকর। এটা কেন করা হলো, তাও তিনি জানেন না। আবু তাহের বলেন, অনার্স ও মাস্টার্সে তাঁর পাঁচটি পাঠ্য বই পড়ানো হয়। তার পরও বঞ্চিত হওয়াটা দুঃখজনক।

একই রকম বঞ্চিত হওয়ার কথা জানিয়েছেন খুলনা আজম খান সরকারি কলেজের অ্যাকাউন্টিং বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মিয়া আবদুর রশিদ। তিনি ১৪তম বিসিএস ব্যাচে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে (সাধারণ শিক্ষা) ১৯৯৩ সালে প্রভাষক পদে যোগদান করেন। তিনি বিভাগীয় পদোন্নতি পেয়ে ২০০১ সালে সহকারী অধ্যাপক হন। পরে উচ্চতর শিক্ষাগত যোগ্যতা, শিক্ষকতা, পেশায় ১০ বছরের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সরকারি কর্মকমিশনের (পিএসসি) মাধ্যমে ১০ পার্সেন্ট কোটায় পদোন্নতির পরীক্ষা দিয়ে ২০০৫ সালের জানুয়ারিতে সহযোগী অধ্যাপক পদে যোগদান করেন। ৯ বছরেরও বেশি সময় ধরে তিনি পঞ্চম গ্রেডে বেতন পেয়ে আসছেন। নিয়মানুযায়ী তাঁরও চতুর্থ গ্রেডে টাইম স্কেল পাওয়ার কথা। কিন্তু শিক্ষা মন্ত্রণালয় তাঁকেও বঞ্চিত করেছে। অথচ শিক্ষা সার্ভিসেই তিনি ২০ বছর ধরে চাকরি করছেন।

শুধু কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের আবু তাহের বা খুলনার আজম খান সরকারি কলেজের আবদুর রশিদই নন, এ রকম সাড়ে তিন শ সহযোগী অধ্যাপককে শিক্ষা মন্ত্রণালয় চতুর্থ গ্রেডের টাইম স্কেল থেকে বঞ্চিত করেছে। অধ্যাপক পদে কর্মরত এ রকম ১০ পার্সেন্ট কোটার শিক্ষকদের নতুন কোনো সরকারি সুযোগ-সুবিধা থেকে বাদ দেওয়ার পরিকল্পনা করা হচ্ছে বলে সূত্র জানিয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো বলছে, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে টাইম স্কেলের তালিকায় ওই সব মেধাবী শিক্ষকের নাম শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে না পাঠানোর কারণে তাঁরা বঞ্চিত হয়েছেন। ১০ পার্সেন্ট কোটায় উচ্চতর যোগ্যতা নিয়ে চাকরি করার কারণে অনেকে তাঁদের হিংসা করছেন। এসব মেধাবী শিক্ষককে সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত রাখা গেলে ভবিষ্যতে আর কোনো মেধাবী শিক্ষক ১০ পার্সেন্ট কোটায় নিয়োগের জন্য উৎসাহী হবেন না। এ সুযোগটা নেবেন অন্যরা।

জানতে চাইলে শিক্ষা ক্যাডারে ১০ পার্সেন্ট কোটায় অতিরিক্ত যোগ্যতা নিয়ে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষক সমিতির আহ্বায়ক ও ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মো. ওয়াহিদুজ্জামান কাদের কণ্ঠকে বলেন, 'মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) কিছু লোকের কারসাজিতে আমাদের প্রায় ৪০০ মেধাবী শিক্ষককে টাইম স্কেল থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে।' তিনি বলেন, 'শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ফাহিমা খাতুন এখন দেশের বাইরে আছেন। তিনি দেশে ফিরলে আমরা তাঁর সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলব। এমনকি শিক্ষামন্ত্রী ও শিক্ষাসচিবের কাছেও আমরা বিষয়টি তুলে ধরব।'

কিভাবে সরকারি সব যোগ্যতা থাকার পরও এত মেধাবী শিক্ষককে টাইম স্কেল থেকে বাদ দেওয়া হলো জানতে চাইলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মোহাম্মদ সাদিক কাদের কণ্ঠকে বলেন, 'এ বিষয়ে আমি কিছুই জানি না। আমি সবেমাত্র মন্ত্রণালয়ে যোগদান করেছি। খোঁজ নিয়ে দেখব, কী কারণে এসব শিক্ষককে টাইম স্কেল থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে।'

শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন) ও বর্তমানে মহাপরিচালকের চলতি দায়িত্বে নিয়োজিত অধ্যাপক ড. আতাউর রহমানের কাছে জানতে চাইলে তিনি কাদের কণ্ঠকে বলেন, 'আমরা অধিদপ্তর থেকে ১০ পার্সেন্ট কোটার সবাইকে টাইম স্কেল দেওয়ার জন্য তালিকা পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু শিক্ষা মন্ত্রণালয় তাঁদের বাদ দিয়েছে।' কিন্তু কী কারণে বাদ দিয়েছে, তা তিনি জানাতে পারেননি।

জানতে চাইলে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অধ্যাপক ওয়াহিদুজ্জামান বলেন, 'এটা ঠিক না। কারণ শিক্ষা অধিদপ্তর তালিকা পাঠালে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে বাদ দেওয়ার কথা নয়। তা ছাড়া শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বেছে বেছে মেধাবী শিক্ষকদের টাইম স্কেল থেকে বঞ্চিত করার কী কারণ থাকতে পারে?'

মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, ২০০৮ সালের পর থেকে সহকারী অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক ও অধ্যাপক পদে ১০ পার্সেন্ট কোটায় উচ্চতর ডিগ্রিধারীদের নিয়োগ বন্ধ আছে। আবার কবে নিয়োগ শুরু হবে কেউ জানে না। মন্ত্রণালয়েরও এ বিষয়ে কোনো আগ্রহ নেই। বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারে নিয়োজিত তুলনামূলকভাবে অধিকতর যোগ্য ও মেধাবী জ্যেষ্ঠ শিক্ষা কর্মকর্তাদের কোণঠাসা ও বিতাড়িত করার সব আয়োজন চূড়ান্ত করে ধাপে ধাপে তা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। অধিকতর যোগ্য ও মেধাবী শিক্ষকদের শিক্ষকতা পেশায় নিরুৎসাহ করা হচ্ছে সুকৌশলে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন অধ্যাপক বলেন, শিক্ষা অধিদপ্তর থেকেই কারসাজি করে ১০ পার্সেন্ট কোটার মেধাবী শিক্ষকদের টাইম স্কেল থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। আর এ কাজে নেতৃত্ব দিচ্ছেন মাউশির মহাপরিচালক ফাহিমা খাতুন। তিনি খাদ্যমন্ত্রী কামরুন ইসলামের বোন ও এমপি ওবায়দুল মোক্তাদির চৌধুরীর স্ত্রী। এ সুবাদে কাউকে তোয়াক্কা করছেন না তিনি। গত বছর বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারের নির্বাচনে ফাহিমা খাতুনের প্যানেলের ভরাডুবি হয়েছে। শিক্ষা ক্যাডারের সবচেয়ে মেধাবীদের বঞ্চিত, বিতাড়িত করে শিক্ষকতা পেশায় তাঁদের থাকার সব পথ বন্ধ করে শিক্ষা ক্যাডারকে মেধাশূন্য করার নীলনকশার বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। তিনি এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীসহ সংশ্লিষ্ট সবার সহযোগিতা কামনা করেন।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ কাদের কণ্ঠকে বলেন, 'আমার জানা মতে কারো এভাবে বঞ্চিত হওয়ার কথা নয়। তবে যদি কোনো শিক্ষক টাইম স্কেল থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকেন, তা ভেবে দেখা হবে।' তিনি বলেন, 'কাউকে কোনো সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করা হবে না। ১০ পার্সেন্ট কোটার কোনো শিক্ষকের চাকরির মেয়াদ হয়তো আট বছর পূর্ণ হয়নি; তাই তাঁরা পাননি।'

১০ পার্সেন্ট কোটার অনেক শিক্ষকেরই সব শর্ত পূরণ হয়েছে জানানো হলে মন্ত্রী বলেন, এ ব্যাপারে জরুরি ভিত্তিতে মন্ত্রণালয় থেকে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তিনি বঞ্চিত শিক্ষকদের তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করারও অনুরোধ জানান।